কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা-২০১৬

স্থান : আনোয়ারা উদ্যান, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতি ও শুক্রবার। বাদজুমা বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও শান্তির উদ্দেশ্যে আখেরী মোনাজাত

বৈশাখী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার ২৯ জানুয়ারি

দুপুর ১২:১০ থেকে ১:১০ মিনিট পর্যন্ত এবং দুপুর ১:৩০ থেকে ১:৫০ মিনিট পর্যন্ত

শাজরায়ে মোবারক

ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মুর্শিদ শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজরায়ে মোবারক

১. ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখখারে মউজুতাদ হযরত আহম্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহ্মুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আররামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)
২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩১. হযরত শাহ্সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী ফতেহ্ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)
৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৫. মোজাদ্দেদে জামান, শাহানশাহে তরিকত, হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নকশবন্দি মোজদ্দেদি (রঃ)
৩৬. শাহানশাহে তরিকত মোফাসসিরে কোরআন আলহাজ মাওলানা শাহসূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজদ্দেদে জামান শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ কুতুববাগী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি (মাঃ জিঃ আঃ)

মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার গেট-প্যাণ্ডেল ও আলোকসজ্জার গুরুত্ব

ওরছ শরীফের গেট প্যাণ্ডেল ও আলোকসজ্জা করার বৈধতার বিষয়ে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহ.) তাঁহার রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বায়ানের ১ম খণ্ড ৮৭৯ পৃষ্ঠায় ১০ম পারা, সূরা তওবা, আয়াত নং-১-১৮ তে– 'ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসা-জ্বিদাল্লাহি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আক্বা-মাস্সা-তা ওয়া আ-তায্যাকা-তা ওয়া লাম্ ইয়াখ্ শা ইল্লাল্লা-হা ফা'আসা উলা-য়িকা আই ইয়াকুনূ মিনাল সুহ্তাদীন'। আয়াতটির ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদিস শরীফের উল্লেখপূর্বক লেখেন– 'ফা-লামা কাদিমা তামিমুদ দারিউল মাদিনাতা সাহিবাতুহু কানাদিলু ওয়া হিবালা ওয়া জাইতান ওয়ালা-কা তিলকান কানাদিলা বে-ছেয়ারিউল মাসজিদি ওয়া উকিজ-দাদতু ফা-ক্বালা স. না ওয়ারতা মসজিতানা নাওয়ারাল্লাহু আলাইকা আমা-ওয়াল্লাহি লাওকানা লি-বিনতা লা-আনকাহ্ তুহা হায়া'।

অর্থ: একদা হযরত তামীমুদ্দারী (রঃ) বহু ঝারবাতি, রশি ও জয়তুনের তৈল সঙ্গে নিয়া মদীনা শরীফে আসেন এবং মসজিদে নববীর দেয়ালে বাতিগুলি রশিতে বাধিয়া ঝুলাইয়া দেন এবং বাতিগুলিতে তেল ঢালিয়া সেইগুলিতে অগ্নি সংযোগ করেন। এতদ্দর্শনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে বলেন, তুমি আমাদের মসজিদ আলোকিত করিয়াছ আল্লাহপাক তোমাকে আলোকিত করিবেন। অতঃপর রসুল (সঃ) উপস্থিত সকলকে সাক্ষি করিয়া বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি একটি কন্যা থাকিত তবে তাহাকে আমি তাহার সঙ্গে শাদী দিতাম। তাফসীরে রুহুল বায়ানের ১ম খণ্ড ৮৭৯ পৃষ্ঠায়, এই একই পর্বের আলোচনায় অতঃপর আল্লামা মুসান্নেফ (রঃ) মাযার শরীফে মোমবাতি জ্বালানো এবং আলোকসজ্জা করার স্বপক্ষের দলিল হিসাবে আল্লামা শামীর, ওস্তাদ হযরত আল্লামা শেখ আব্দুল গনি বাবলুসী রহমাতুল্লাহ আলাইহের 'কাশফুন নূর আন আসহাবিল কুবুর' গ্রন্থে লিখিত ফতোয়ার উল্লেখপূর্বক লেখেন: 'আল্লামা শেখ আব্দুল গনি বাবলুসী (রঃ) তাঁহার কিতাব– 'কাশফুন নূর আন আছহাবিল কুবুর' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারকথা হল এই, যখন 'বিদয়াতে হাসানা' শরিয়তের কোন উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে হয় তখন তাহা সুন্নত। অতএব উলামা, আউলিয়া ও সালেহীনদের গম্বুজ তৈরী করা এবং চাদর বা গিলাফ দিয়া সাজানো বা গের্দা বালিশ দিয়া সাজানো ইত্যাদি জায়েয।

কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা পর্যালোচনা করে দেখা গেল, ওরছ শরীফ জামে আম্বিয়া, জামে আউলিয়াদের মহাপবিত্র মজলিশ, কাজেই এই মজলিশকে রওশন করা, সৌন্দর্য্য বা ইসলামের ভাব-গাম্ভির্যতা বৃদ্ধি করতে যাইয়া, ওরছ শরীফের গেট প্যাণ্ডেল আলোকসজ্জা করা ফুল দিয়া সাজানো, খানা-পিনা করা, আতর গোলাপ ছিটানো ইত্যাদি খুবই উত্তম কাজ। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়। যে সমস্ত আম মানুষেরা সমালোচনা করিয়া বেড়ান, কুতুববাগ দরবার শরীফের ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় টাকা-পয়সা ব্যয় ব্যহুদা। অথচ আল্লাহতায়ালা সূরা ইমরানের ৯২ নং আয়াতে বলেন– 'লান তানা লুল বিররা হাত্তা তুনফিকু নিম্মা তুহিব্বুন ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী আলীম'। অর্থ: তোমরা যাহা ভালোবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত, তোমরা কখনও পূণ্যলাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ অবশ্যই সে সর্ম্পকে সবকিছু জানেন'।

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

মহাপবিত্র ওরছের তাৎপর্য

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদীকি ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জু-তারিখী ওফাত কো হুয়া কারতিহে'। অর্থ: ওরছ বুযুর্গাণে দ্বীন', অর্থাৎ পীর-মুর্শিদগণের 'সালানা' ফাতেহার অনুষ্ঠান। যে তারিখে তাঁরা ইন্তেকালপ্রাপ্ত হন। উর্দু ও ফার্সি অভিধানে 'ফিরোজুল্লুগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজী অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে– 'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদীকি ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ, জুতারিখী ওফাতকো ছাদিকী দাওয়াত তুয়ামে ওলীমা জামে আরসু' (ফিরোজুল্লুগাত) অর্থাৎ, ওরছ। (১) কোন বুযুর্গ অথবা পীর-মুর্শিদের ইন্তেকালের 'সালানা' তারিখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান। (২) বিবাহের দাওয়াত, ওলিমার খানা, বহুবচন আরুসু। Anniversary in memory of a saint. অর্থাৎ, সূফীসাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ওরছ বলে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ওরছ শব্দের নিম্নোক্ত অর্থ লেখা আছে, অলি দরবেশদের বেছালাত বা ওফাত তাদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ।

'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লাইউকজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'।

অর্থাৎ, (কবরে নেক্কার সালেহীন ব্যক্তিকে বলা হয়) তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলহার মতো পরমানন্দে ঘুমাতে থাক, যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত অন্য আর কেউ ভাঙতে পারে না। (তিরমীজি শরীফ ও মেশকাত শরীফ ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭, দ্রষ্টব্য: ইছবাতি আযাবিল কবর অধ্যায়)। এই হাদিস শরীফের মিছদাক হিসাবে 'ওরছ' শব্দকে 'মানবকুলে শরয়ী' বলে গ্রহণ করা যায়। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ওরছ শব্দে গুরুত্ব ও তাৎপর্য গ্রহণ করেই সূফীগণ আল্লাহর অলিগণের ইন্তেকাল দিবসকে 'ইয়াউমুল ওরছ' বা ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। কারণ, ইন্তেকালের এই দিনে মিলনাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর অলিগণ মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ করে আকাঙ্ক্ষীত আত্মিক মিলনের পরমানন্দে বিভোর হয়ে যান। হাদিস শরীফে আল্লাহর অলিগণের পরম সুখকর এই আত্মিক অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থে বাসরঘরের দুলহার সঙ্গে পরম প্রশান্তিময় সুখনিদ্রার তুলনা করা হয়েছে। আরোও বলা হয়েছে, যে সুখনিদ্রা হতে তাকে শুধু তার আপন মাশুকই জাগাতে পারে, অন্য কেউ নয়। এখানে সুখনিদ্রা বোঝাতে পবিত্র আত্মাসমূহের পারলৌকিক চির পরিতৃপ্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করার অধিকার অন্য কারও নাই। সুবিখ্যাত জা'আল হক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায়, ওরছ শব্দের উৎপত্তি এই মানকুলে শরয়ীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ওরছের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাদী। এ জন্যই বর-কনেকে আরবী ভাষায় ওরছ বলা হয়। বুযুর্গাণে-দ্বীনের ইন্তেকাল দিবসকে এজন্যই ওরছ বলা হয় যে, মিশকাত শরীফে ইছবাতি আযাবিল কবরী শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার নাকির মাইয়্যাতের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তখন তাকে বলেন– 'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লা ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'। অর্থ: আপনি সেই দুলহার মত শুয়ে পড়ুন, যাকে তার আপনজন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। তাই মুনকার নাকির ফিরিশতাদ্বয় যেহেতু ঐ দিনকে 'উরুস' বলেন, সেহেতু ওরছ বলা হয়। অথবা এজন্য যে, ঐ দিন জামালে মুস্তফা (সঃ)-কে দেখার দিন। মুনকার নাকির হুজুর (সঃ)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ? তিনিই তো সৃষ্টি জগতের দুলহা, সারাজগত তারই স্পর্শের প্রতিফলন। মহান আল্লাহতালার সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন নিশ্চয়ই উরসের দিন, এজন্যই এ দিনকে ওরছ বলা হয়। (আত্তা মা আমান আহব্বাবতা) অর্থাৎ, তুমি যাহাকে ভালোবাস আখিরাতে তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে। হাদিস শরীফের এই সূত্র অনুযায়ি আল্লাহর অলিগণ যখন নশ্বর ভুবন ছেড়ে, অবিনশ্বর ভুবনে গমন করেন তখন তা মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে চিরায়ত মিলনকক্ষে মিলিত হন। হাদিস শরীফে প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের এই মিলনমুখী অভিযাত্রার বিষয় বলা হয়েছে। মৃত্যু সেতু তুল্য বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেয়, (মাকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা)। উল্লেখিত হাদিসসমূহে এবং আয়াতে কারিমায় আল্লাহর অলিদের ইন্তেকালের দিনকে পরমবন্ধুর সঙ্গে মিলনের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্য ইন্তেকালের দিনটি হয় পরম সান্তনার, পরম তৃপ্তির এবং পরম সুখের। 'মেছবাহুল লোগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী অর্থে আনন্দ বা খুশিতে আল্লাহতায়লার সঙ্গে মহামিলন বলা হয়েছে। সুতরাং আউলিয়া কেরামের ইন্তেকালের দিনকে ইহ্য়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরণ করার সঙ্গে পবিত্র কোরআন হাদিস এবং আভিধানিক (হাকিকী ও মাজাজী) অর্থের কোথাও কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই।

সূফীবাদই শান্তির পথ
–খাজাবাবা কুতুববাগী

ওরছ শরীফ নামকরণের হাদিসানুগ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আউলিয়া কেরামের আরওয়াহ্পাকের হুজুরে ছওয়াব রেছানী, ফাতেহাখানি বা ইছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠানকে এজন্যই সূফীগণ ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। বিভিন্ন হাদিস শরীফের বর্ণনায় 'ইছালে ছওয়াব' বা 'ছওয়াব রেছানী' অনুষ্ঠানকে আত্মার জন্য, পরম খুশির বা আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। যেমন, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে আত্মীয়ের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ কোন দান বা দোয়া যখন কোন ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির রুহে পৌছে, তখন সে এরূপ আনন্দিত হয়, যেমন জীবিত ব্যক্তি উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়ে থাকে! (এহ্য়া উল উলুম দ্রষ্টব্য)। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদিসে বলা হয়েছে- 'নাম কানাউমাতিল উরুসীললাতি লা ইউকিজাহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি ইলাইহ্'। অর্থাৎ, অতঃপর কবরবাসী ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি অথবা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে দোয়া কামনা করে। তদাবস্থায় যদি কেউ তার জন্য দোয়া করে, তবে সে এত অধিক খুশি হয় যে, জীবিতাবস্থায় সমস্ত দুনিয়া উপহার হিসাবে পাইলেও সে এতো খুশি হইত না। যেহেতু ওরছ শব্দের আভিধানিক এক অর্থ 'খুশি' বা 'আনন্দ' (মেছবাহুল লোগাত দ্রষ্টব্য)। সেহেতু আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছওয়াব রেছানীর এই অনুষ্ঠানকে ওরছ নামকরণ করার মধ্যে কোন ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্যতা নাই। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যখন আল্লাহর অলি ও বুযুর্গ কামেলপীর মুর্শিদদের নামে ওরছ অনুষ্ঠান করে থাকি, তখন ঐ সমস্ত মহা আত্মাগণ জীবিত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করেন যা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়।

পরিশেষে ওরছ প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, কোন কোন স্থানে ওরছ উপলক্ষে শরার বেআইনী শরিয়ত ও মারেফতের বিরোধী ও মনগড়া কাজ করিয়া থাকে। এই অজুহাতে মহাপবিত্র নির্দোষ ওরছকে নাযায়েজ আখ্যায়িত করা নিরেট মূর্খতা। যাহারা হক্কানী আলেম, নায়েবে রসুল, তাহারা আধ্যাত্মিক কার্যক্রমভিত্তিক ওরছকে জায়েয এবং মোস্তাহছান বলে থাকেন। ইহার আধ্যাত্মিক কার্যক্রমসমূহের মধ্যে পবিত্রতার মহা-উপাদান আছে।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের নসিহত বাণী

১. যদি খাঁটি মুসলমান হইতে চান! শরীয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম আহ্কাম মানিয়া চলুন। তাহলে মারেফতের এলেম সহজ হইয়া যাইবে। হামেশা (সর্বদা) ফয়েজ ও তাজাল্লী আপনার উপর ওয়ারেদ হইতে থাকিবে।
২. ছবর-ই (ধৈর্য্য) ধর্ম।
৩. অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ তালাশ করুন।
৪. প্রত্যেক নিঃশ্বাসে খেয়াল ক্বালবের ভিতর ডুবাইয়া রাখুন। নচেৎ হালাক বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় আছে। জীবনভর এবাদত করিয়া শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহকে ভুলিয়া মরিলে, যাবতীয় এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। জীবনের মেহনত ও ইবাদতের কোনই ফল ইহবে না। তাই আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দাগণ শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহর নামের সাথে দম বাহির হইবার জন্য জীবনভর আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতেন। আপনারা ঈমানের সহিত মরিবার জন্য কয়দিন কাঁদিয়াছেন? মাতালের মতো বেহুঁশ হইবেন না। হুঁশ করুন অমূল্য জীবন আর ফিরিয়া পাইবেন না।
৫. আত্মশুদ্ধি করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আদর্শ ফরজ। আত্মশুদ্ধি না হইলে নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। আর নিয়ত শুদ্ধ না ইহলে কোন এবাদত ই শুদ্ধ হইবে না।আত্ম জিন্দা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়া কবরে যাইতে পারিবে না।
৬. আমার এই তরীকার মূল শিক্ষা বা নীতি–
চুরি করিবে না, ডাকাতি করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, না হক খুন করিবে না, বে আইনী কাজ করিবে না।
৭. ওরছ শরীফের মজলিশ-এ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত , জিকিরি আজকার ও ওয়াজ নসিহত করা হয়। জাম আম্বিয়া জামে আওলিয়া ও তামাম পৃথিবীর মোমেন মোমেনাতের আরওয়াহ পাকের উপর ছওয়াব রেছানী করা হয়। তাই আল্লাহ ও হযরত রাসূল পাক (স:) এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী জাকেরদের আদব ও মহব্বতের সহিত জবান বন্ধ করিয়া রাখিবার স্থান। হে জাকের ও আশেকগণ! মহান আল্লাহ তায়লার জিকিরে সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।
৮. আল্লাহকে চিনিবার পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট লোক-নিন্দা সহ্য করিতে হয়।
৯. ধীর স্থির ও অচঞ্চল ব্যক্তিই প্রকৃত মোমেন। যা মনে হয় তাহাই তিনি মনে করেন না এবং মুখে যা আসে তাহাই তিনি বলেন না।
১০. এক মুহূর্তকাল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সহস্র বছরের রোজা নামাজের চাইতে উত্তম।
১১. আল্লাহকে যিনি প্রকৃতভাবে চিনিয়াছেন, তিনিই তাহার সাথে ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুধুই দুনিয়াকে চিনিয়াছেন, সে আল্লাহ তালার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছেন।
১২. পাঁচ ব্যক্তির সাথে সংস্রব রাখিও না (ক) মিথ্যুক-তাকে সঙ্গে রাখিলে ঠকবে, সে তোমার হিতকারী হতে পারে। সে জিন মূর্খ্যতার দরুন তোমার অমঙ্গল ঘটাবে। (খ) কৃপণ- সে সর্বদা নিজের লাভের জন্য তোমার ক্ষতি করিবে। (গ) নির্দয়- অভাবের সময় সে তোমাকে ধ্বংস করিবে। (ঘ) কাপুরষ- তোমার প্রয়োজনের সময়, সে তোমাকে ত্যাগ করিবে।(ঙ) ফাছেক- তার লোভ লালসা অত্যন্ত বেশী। নিজ স্বার্থের খাতিরে সে তোমাকে প্রাণে হত্যাও করিবে পারে।
১৩. যে ব্যক্তির অন্তরে যে পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে, সে পরিমাণ তার বুদ্ধি লোপ পাইবে।

নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত আবুবকর সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হইতে নকশবন্দিয়া ও মোজদ্দেদিয়া তরিকার উৎপত্তি

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

একদা হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.) নির্জন কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ) তশরিফ আনিলেন। সঙ্গে সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) অসংখ্য ফেরেশতা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ আসিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার পবিত্র হাতে হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.)-কে একটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক পরাইয়া দিয়া বলিলেন– শায়েখ আহমদ, 'মোজাদ্দেদ'-এর প্রতীক স্বরূপ এই বিশেষ খিলআত তোমাকে পরাইয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে তুমি মোজাদ্দেদ আলফেসানী অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। আমার উম্মতের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব আজ হইতে তোমার উপর অর্পিত হইল'।

সাধারণত পয়গম্বর (আঃ)গণ চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হইয়াছে, তখন তিনি 'মোজাদ্দেদে আলফেসানি' এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত গাউসে আজম মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) পাঁচ'শ বছর পূর্বে মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-এর আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাহার খেরকা মোবারক খাস কামালতে পরিপূর্ণ করিয়া নিজ সাহেবজাদা ও খলিফা হযরত তাজুদ্দিন আব্দুর রাজ্জাক (রহ.)-কে প্রদান করিয়া, অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে– মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদের আবির্ভাব ঘটিলে যেন এই খেরকা তাহার নিকট হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খেরকা শরীফ আমানত স্বরূপ ক্রমাগতভাবে তাহার খলিফাগণের মাধ্যমে সর্বশেষ হযরত শাহ্ সেকেন্দার কায়থলী (রহ.)-এর নিকট আসিয়া পৌছিল। তিনি ছিলেন বংশের শেষ খলিফা এবং মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর সমসাময়িক। তিনি তাহাকে একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাহার দাদা কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) তাহাকে বলিতেছেন, গাউসে আজম (রহ.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-কে খেরকা শরীফখানি হাওলা করিয়া দাও। হযরত শাহ সেকেন্দার (রহ.) ভাবিলেন, ঘরের নিয়ামত ঘরেই শোভা পায়। তাই তিনি খেরকা শরীফ প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করিলেন না। কিছুদিন পরে পুনরায় হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) স্বপ্নে তাহাকে খেরকা প্রদানের জন্য তাগিদ দিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাহা দিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) পুনর্বার স্বপ্নে দর্শন দিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, যদি তুমি পরকালের নিরাপত্তা কামনা কর এবং তরিকার নেসবত অটুট রাখতে চাও, তবে খেরকা শরীফ আজই হযরত শায়েখ আহমদ মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর নিকট পেশ কর। নতুবা নেসবত ও কামালত সবই সলব করিয়া লওয়া হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া হযরত শাহ সেকেন্দার (রহ.) ভীত হইয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি খেরকা শরীফ লইয়া হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর বাসগৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.) ফজরের নামাজের পর মোরাকাবায় রত ছিলেন। মোরাকাবা হইতে ফারেগ হইবার পর, শাহ্ সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং খেরকা শরীফখানি তাহার হাওলা করিয়া দিলেন। তিনি নির্জন কক্ষে গমন করিয়া খেরকা শরীফখানি পরম শ্রদ্ধাভরে পরিধান করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্ময়কর ঘটনার প্রকাশ ঘটিতে লাগিল। খেরকা শরীফ পরিধান করার সঙ্গে-সঙ্গে কাদেরিয়া তরিকার নেসবত প্রবল হইল। কাদেরিয়া নূর তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নকশবন্দিয়া নেসবত কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেল। পুনরায় নকশবন্দিয়া নেসবত প্রবল হইল এবং কাদেরিয়া নেসবতকে ঢাকিয়া ফেলিল। পর্যায়ক্রমে কয়েকবার এইরূপ ঘটিল। ইতোমধ্যে হযরত গাউসে আজম (রহ.) তাশরিফ আনিলেন। তাহার সহিত আসিলেন সাইয়্যেদেনা আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং কাদেরিয়া তরিকার অন্যান্য বিশিষ্ট বুযুর্গগণ। কিছুক্ষণ পর আসিলেন গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রহ.) ও তাহার সিলসিলার অন্যান্য বুযুর্গবৃন্দ। অতঃপর হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রহ.) সাইয়্যেদেনা আমিরুল মোমেনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুসহ তাহার সিলসিলার সমস্ত বুযুর্গগণ হাজির হইলেন। ক্রমে-ক্রমে কিবরিয়া, আলিয়া, সোহ্রাওয়াদিয়া বুযুর্গগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার আলোচনা শুরু হইল, প্রথমে উভয় হযরত-এর মধ্যে ইশারা বিনিময় হইল। হযরত গাউসে আজম (রহ.) বলিলেন, হযরত মোজাদ্দেদ (রহ.) শৈশবকালে আমার তরিকার বুযুর্গ হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) এবং জিহবা চুষিয়া তরিকার সমুদয় কামালত হাসিল করিয়াছিলেন। সেই কারণে আমার তরিকার খেদমত করিবার জন্য তাহার উপর আমার দাবী প্রথম। হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রহ.) বলিলেন, আমার সিলসিলার খলিফা হযরত বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে তিনি রসুলেপাক (সঃ)-এর বিশেষ আমানত পাইয়াছেন, অতএব তিনি আমার সিলসিলার খেদমত করিবেন। গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) বলিয়া উঠিলেন, তাহার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন আমারই সিলসিলাভুক্ত। তিনি আমাদেরই কোলে প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং সর্বপ্রথম আমার তরিকার খেলাফত লাভ করেন। তাই সর্বাপেক্ষা আমার দাবী অগ্রগণ্য। কিবরিয়া আলিয়া ও সোহ্রাওয়ার্দিয়া বুযুর্গগণও তাহাদের নিজ নিজ দাবীর স্বপক্ষে দলিল পেশ করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল, কেহই দাবী ছাড়িতে চান না। এই গুরুত্বপূর্ণ ও মনোহর মাহফিলে অংশগ্রহণ করিবার জন্য, এত অধিক সংখ্যায় অলি-আল্লাহগণের রুহ মোবারক উপস্থিত হইলেন যে, শেরহিন্দ শরীফের শহর ও শহরতলীর কোন জায়গায় খালি রহিল না। অবশেষে এই জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য, হযরত রসুলেপাক (সঃ) তাশরিফ